

তোমাকে অভিনন্দন বাংলাদেশ

প্রদীপ দেব

pradipdeb2006@gmail.com

১

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচেই দোর্দন্ড প্রতাপে খেলে শক্তিশালী ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। অভিনন্দন বাংলাদেশ। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই বিজয় অনেকের অনেক হিসেব বদলে দিয়েছে। বাংলাদেশকে যারা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ দল মনে করেনি তারাও এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে – বাংলাদেশও পারে!

২

হ্যাঁ, আমরা সত্যিই পারি। কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলো অন্ধকারের দিকে। নিরুপায় আমরা হয়ে উঠেছিলাম একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতি। কিন্তু আজ ১৯৭১ এর মতো আমরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি এই ২০০৭-এ। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির যেসব রাঘব বোয়ালকে ধরা যেখানে কল্পনাভীত ছিলো – সেখানে আজ তারা ধরা পড়ছে, বিচারের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশের সবগুলো জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ চলছে। মানুষ খুশি আজ। এ খুশির জোয়ারে আনন্দের বন্যা নিয়ে এলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আমরা আবারো বুঝতে পারছি কতো ভালোবাসি আমরা আমাদের বাংলাদেশকে।

৩

এমনিতে আমরা যথেষ্ট যুক্তিবাদী হলেও প্রচন্ড ভালোবাসার কারণে অনেক সময় অনেক সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি। খেলা চলাকালীন সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে শুরু করি যেন জিতে যাই। একটা চারের জন্য, একটা ছক্কার জন্য কিংবা বিপক্ষের নিশ্চিত ক্যাচও যেন মিস হয়ে যায় সেজন্য অনবরত প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকি। শুধু যে আমরা সাধারণ মানুষই এরকম করি তা নয়। অসাধারণ মানুষও এরকম করেন। যেমন ডঃ জাফর ইকবালের কথাই ধরুন। তিনি টিভির কোন অনুষ্ঠান দেখার সময় পাননা। কিন্তু বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য যে কোন ভাবেই সময় বের করে নেন। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেদিন পাকিস্তানকে হারালো সেদিনের খেলা দেখার সময় জাফর স্যার সোফায় সারাক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসেছিলেন। কারণ ওই বিশেষ ভঙ্গিতে বসলেই নাকি পাকিস্তানের উইকেট পড়তে থাকে একের পর এক। এবার তিনি কী করেছিলেন এখনো জানা যায়নি।

ডঃ জাফর ইকবালের মহাসমালোচকও তাঁর যুক্তিবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। কিন্তু প্রচন্ড ভালোবাসার কারণে কিছু নির্দোষ সংস্কারকে আমরা মেনে নিই।

ইন্ডিয়ার কথা ধরুন। অমিতাভ বচচন টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখেন না। কারণ তিনি মনে করেন যদি তিনি টিভির সামনে বসেন – ইন্ডিয়া হেরে যাবে। অমিতাভ বচচন বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার খেলা টিভিতে দেখেন নি। তাতে ইন্ডিয়ার হেরে যাওয়া আটকে থাকেনি। শচিন ও সৌরভকে শিবজ্ঞানে পূজা করেছে ইন্ডিয়ার ধর্মপ্রাণ মানুষ। সৌরভের দাদা শুভাশিস গাঙ্গুলি একশ লিটার দুধ ঢেলেছেন শিবের মূর্তির মাথায় যেন ইন্ডিয়া জিততে পারে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। ইন্ডিয়া জিততে পারেনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

৪

খেলায় হারজিত থাকবেই। ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জেতা দল। তাদের হারিয়ে দেয়ার মানে এই নয় যে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জিতে গেলো। আমরা কেউ সেরকম দাবীও করছি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে হারিয়ে অনেকের অনেক হিসাবই উল্টে দিয়েছে। বলাবাহুল্য সেসব হিসেবের কোথাও বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তারা যেন ধরেই নিয়েছিলেন – বাংলাদেশ হারবে। এখন আমাদের সেরকম অসম্মানজনক অবস্থানের অবসান হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে আবারো অভিনন্দন। অভিনন্দন বাংলাদেশ।

২০ মার্চ ২০০৭

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।